জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

১৪০১ বাং

সূত্র নং- ০১(১৪) জাতীঃ বিঃ/পরিঃ/ সিন্ডিঃ/৯৪/১/ তারিখ ঃ ....১৯৯৪ ইং.

বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এর ২৪ (ঢ) ও ২৬ (৩) ধারা এবং আইনের তফসীলের ২নং সংবিধি অনুযায়ী প্রণীত রেগুলেশন)

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**

(১) এই রেগুলেশন বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন, ১৯৯৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই রেগুলেশন অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই রেগুলেশনে

(ক) "কলেজ" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি বেসরকারী কলেজ;

(খ) "গভর্ণিং বডি" অর্থ একটি কলেজের গভর্ণিং বডি যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩নং সংবিধি অনুসারে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত;

(গ) "অধ্যক্ষ" অর্থ একটি কলেজের প্রধান একাডেমিক ও নির্বাহী কর্মকর্তা;

(ঘ) "উপাধ্যক্ষ" অর্থ কলেজের উপাধ্যক্ষ;

(ঙ) "শিক্ষক" অর্থ কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ স্থায়ী বা অস্থায়ী শিক্ষক। কলেজের গ্রন্থাগারিক, প্রদর্শক ও শরীরিক শিক্ষকও শিক্ষক বলিয়া গণ্য হইবেন;

(চ) "খন্ডকালীন শিক্ষক" অর্থ নিয়োগপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে খন্ডকালীন শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। এই রেগুলেশনে বর্ণিত শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলে ইহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(ছ) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। **শিক্ষকদের শ্রেণী বিভাগঃ**

(ক) একটি কলেজে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, প্রদর্শক, শরীর চর্চা শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক থাকিবে। কোন কলেজে একাধিক শিফট থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব অনুমোদনক্রমে একাধিক উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হইবে;

(খ) অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক-এর পদ সৃষ্টি করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঘ) শূন্য পদ না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করা যাইবে না;

(ঙ) একটি কলেজে কর্মরত কোন ব্যক্তি অপর একটি কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির জন্য নির্বাচিত হইলে নতুন কলেজে যোগদানের পূর্বে যে কলেজে তিনি কর্মরত সেই কলেজ হইতে এই মর্মে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে যে তাঁর নিকট সাবেক কলেজের কোন পাওনা নাই এবং তাঁহার ঐ কলেজ ত্যাগে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই।

৪। **শিক্ষক পদে নিয়োগের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ**

(ক) **অধ্যক্ষ ঃ** প্রথম শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে দশ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, অথবা

দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা প্রথম বিভাগে স্নাতক (পাস) ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক (পাস) ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে বার বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, অথবা

দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক পাস ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে পনের বৎসরের অভিজ্ঞতা।

নোট ঃ (ক) অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞতার সময়কালের শর্ত শিথিল করা যাইতে পারে যদি অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী এম.ফিল/ডক্টরেট ডিগ্রীর অধিকারী হন।

(খ) **উপাধ্যক্ষ ঃ** উপাধ্যক্ষের শিক্ষাগত যোগ্যতা অধ্যক্ষের শিক্ষাগত যোগ্যতার অনুরূপ হইবে। তবে এই পদের অভিজ্ঞতার সময়কাল অধ্যক্ষের অভিজ্ঞতার সময় কাল হইতে দুই বৎসর কম হইতে পারে।

(গ) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(ঘ) **সহকারী অধ্যাপক ঃ** প্রথম শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও কলেজ পর্যায়ে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও কলেজ পর্যায়ে ৭ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। অথবা

দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক পাস ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও কলেজ পর্যায়ে ৭ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। অথবা

দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক পাস ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও কলেজ পর্যায়ে ৮ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।

নোট ঃ ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তি সহকারী অধ্যাপক পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন তবে এম.ফিল ডিগ্রী প্রাপ্তদের কলেজ পর্যায়ে দুই বৎসরের শিক্ষতার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(ঙ) **প্রভাষক ঃ** (১) দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক পাস ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রী প্রাপ্তদের জন্য অগ্রাধিকার থাকিবে।

(২) পেশাগত বিষয়সমূহের শিক্ষকগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে। পেশাগত বিষয়সমূহের পদ পূরণের পূর্বে শিক্ষকগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(চ) **প্রদর্শক ঃ** ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগের বি.এসসি ডিগ্রী।

(ছ) **শরীরচর্চা শিক্ষক ঃ** ন্যূনপক্ষে বি.পি.এড ডিগ্রী।

(জ)**গ্রন্থাগারিক ঃ** গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম.এ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ ও তৎসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা অথবা গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়সহ দ্বিতীয় বিভাগের বি.এ পাস ডিগ্রী এবং তৎসহ সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(৩) যে সকল প্রার্থীর বয়স ৫৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে তাহারা স্থায়ী নিয়োগ লাভ করিতে পারিবেন না।

৫। (ক) অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষককে নির্বাচনী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্ণিং বডি নিয়োগ দান করিবে।

(খ) একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করিতে হইবে।

(গ) অধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়োগ দানের পূর্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) **নির্বাচনী কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে ঃ**

(১) গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি ---- চেয়ারম্যান

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের প্রতিনিধি ---- সদস্য

(৩) বিষয় বিশেষজ্ঞ (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি)

(ক) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে সরকারী কলেজের একজন সহযোগী /সহকারী অধ্যাপক

(খ) অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যাপক

(৪) গভর্ণিং বডি কর্তৃক মনোনীত গভর্ণিং বডির একজন সদস্য

(৫) সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ-- সদস্য সচিব

৬। **শিক্ষানবীশী ঃ**

(ক) শিক্ষানবীশী কাল সাধারণতঃ দুই বৎসর হইবে তবে পদোন্নতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের বেলায় এই মেয়াদ এক বৎসর হইবে।

(খ) সন্তোষজনক চাকুরীরভিত্তিতে শিক্ষানবীশী কাল শেষ হইলে গভর্ণিং বডি একজন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে নিয়োগদান করিবে।

(গ) কোন শিক্ষানবীশ শিক্ষকের কাজের গুণগতমান ও আচরণ সন্তোষজনক না হইলে এবং অদূর ভবিষ্যতে সন্তোষজনক হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে গভর্ণিং বডি শিক্ষানবীশীর মেয়াদ পরে তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দিতে অথবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে পূর্ব পদে বহাল করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, অদূর ভবিষ্যতে কাজের গুণগত মান অথবা আচরণ সন্তোষজনক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে গভর্ণিং বডি তাহার শিক্ষানবীশীকাল অনুর্ধ্ব এক বৎসর বাড়াইতে পারিবে।

৭। গভর্ণিং বডি প্রত্যেক শিক্ষককে একটি নিয়োগপত্র প্রদান করিবে এবং এই পত্রে বেতনক্রম, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলীর উল্লেখ থাকিবে। ইহা ব্যতীত সাময়িক নিয়োগের ক্ষেত্রে কম দিনের জন্য নিযোগ করা হইল এবং স্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে কত দিনের জন্য শিক্ষানবীশী থাকিবে তাহারও উল্লেখ থাকিবে।

৮। **খন্ডকালীন শিক্ষক ঃ**

কলেজ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিয়োগ পত্রে উল্লিখিত শর্তে একজন খন্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এবং একজন পূর্ণকালীন শিক্ষক খন্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে একাধিক কলেজে শিক্ষকতা করিতে পারিবেন না। তবে আইন কলেজের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনবোধে এই বিধি শিথিল করিতে পারিবে।

৯। **বেতন ও ভাতা ঃ**

প্রত্যেক কলেজে সকল শ্রেণীর শিক্ষকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত এব/ অথবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতনক্রম এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকিবে।

১০। **খন্ডকালীন শিক্ষকের সম্মানী ও ভাতা ঃ**

একজন খন্ডকালীন শিক্ষকের সম্মানী ও ভাতা পুর্বে নির্ধারিত হইবে এবং তাহার নিয়োগপত্রে উল্লিখিত থাকিবে।

১১। **উচ্চতর বেতন ঃ**

বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন অথবা উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন শিক্ষককে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ উচ্চতর বেতনের পরিমাণ সর্বোচ্চ তিনটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (Increment) হইতে অধিক হইবে না।

১২। **শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

(১) কলেজের শিক্ষকগণ সকল সময়ে সততা ও কর্তব্য পরয়ণতার সহিত কর্ম পালন করিবেন এবং পদ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে কঠোর ন্যায়পরায়ণ ও নিরাপেক্ষ হইবেন।

(২) নিয়োগের শর্তাবলীতে স্পষ্টভাবে অন্যরূপ উল্লেখ না থাকিলে প্রত্যেক কলেজ শিক্ষক সার্বক্ষনিক শিক্ষকরূপে গণ্য হইবেন।

(৩) কলেজের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপের সহিত কোন কলেজ শিক্ষক নিজকে জড়িত করিবেন না।

(৪) একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন ঃ

(ক) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী মোতাবেক ক্লাশ (লেকচার, টিউটোরিয়াল ও প্রাকটিক্যাল) গ্রহণ ;

(খ) আলোচনা, সেমিনার ও ডেমনষ্ট্রেশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাদান;

(গ) ছাত্র/ছাত্রীদিগকে ব্যক্তিগত নির্দেশনা ও পরামর্শদান;

(ঘ) পরীক্ষা পরিচালনা, বিজ্ঞান গবেষণাগার সংগঠন এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম সম্পর্কিত কর্মকান্ডে কলেজ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান;

(ঙ) ছাত্রদের অথবা কলেজের স্বার্থে অধ্যক্ষ অথবা গভর্ণিং বডি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।

(৫) একজন শিক্ষক শিক্ষাদানের পামাপাশি গবেষণাকর্মেও রত থাকিবেন।

(৬) একজন শিক্ষক সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে টিউটোরিয়াল, প্রাকটিক্যাল এবং সেমিনারসহ ২৪ পিরিয়ড শিক্ষা দান করিবেন।

(৭) কোন শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বেতনসহ অথবা বিনা বেতনে কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে পরিপন্থী না হইলে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে গভর্ণিং বডির লিখিত অনুমতিক্রমে ইহা করা যাইবে।

১৩। **ইস্তেফা ঃ**

বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে গভর্ণিং বডি অন্য রকম কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে চাকুরী হইতে ইস্তফা দান করিতে হইলে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষককে ন্যূনপক্ষে দুই মাস এবং একজন শিক্ষানবীশ শিক্ষককে ন্যূনপক্ষে একমাস পূর্বে ইস্তেফা দানের ইচ্ছা লিখিতভাবে কলেজকে অবহিত করিতে হইবে।

এই শর্ত লঙ্ঘিত হইলে অবহিতকরণের সময় ইস্তেফা দানের নির্ধারিত সময় হইতে যতদিন কম হইবে ততদিনের বেতন বাজেয়াপ্ত করা যাইবে অথবা গভর্ণিং বডি যেভাবে উপযুক্ত মনে করিবে সেইভাবে ব্যবস্থা করিবেন।

১৪। **অবসর গ্রহণ ও পুনর্নিয়োগ ঃ**

(১) যে সেশনে একজন শিক্ষকের বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইবে সেই সেশনের শেষ দিনে একজন শিক্ষক শিক্ষকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একজন শিক্ষকের বয়স ৬০ বৎসর অতিক্রম করিলেও গভর্ণিং বডি কলেজের স্বার্থে তাঁহাকে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে পুনর্নিয়োগ দান করিতে পারিবে।

(ক) এইরূপ শিক্ষক সিভিল সার্জন এর নিকট হইতে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিবেন;

(খ) এক সংগে দুই বৎসরের বেশী সময়ের জন্য পুনর্নিয়োগ দান করা হইবে না;

(গ) ৬৫ বৎসর বয়সের পরে এইরূপ নিয়োগদান করা যাইবে না;

(২) (ক) একজন অধ্যক্ষের পুনর্নিয়োগ গভর্ণিং বডির সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(খ) অধ্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষকের পুনর্নিয়োগ গভর্ণিং বডির সুপারিশক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৫। **চাকুরী হইতে অব্যাহতি ঃ**

কোন শিক্ষক স্বাস্থ্যগত কারণে শিক্ষকতার কার্যে অপারগ হইলে অথবা আর্থিক কারণে গভর্ণিং বডি কোন শিক্ষকের পদ বিলুপ্ত করিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষককে স্বাস্থ্যগত কারণে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে না এই উদ্দেশ্যে গভর্ণিং বডি কর্তৃক গঠিত চিকিৎসা বোর্ড এইরূপ সুপারিশ করে এবং সে সুপারিশ গভর্ণিং বডি কর্তৃক গৃহীত হয়;

আরও শর্ত থাকে যে, আর্থিক কারণে কোন স্থায়ী পদ বিলুপ্ত করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে শিক্ষককে তাঁহার চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে তাঁহাকে গভর্ণিং বডি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

১৬। **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ**

একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে গভর্ণিং বডি পেশাগত অসদাচরণ অথবা নৈতিক পদস্খলনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) পেশাগত অসদাচরণ অথবা নৈতিক পদস্খলনের অভিযোগের বিষয়টি গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিযুক্ত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করা যাইবে। এইরূপ তদন্ত কমিটিতে কলেজের একজন শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি থাকিতে হইবে;

(খ) যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইবে তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(গ) তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইলে তাঁহাকে তাঁহার মূল বেতনের ৫০% জীবন ধারণ ভাতা প্রদান করিতে হইবে;

নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি পেশাগত অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ-

(ক) ক্লাশ গ্রহণে সময়ানুবর্তিতার অভাব এবং অথবা ক্লাশ চলাকালে অন্যকোন কাজে ব্যস্ত থাকা;

(খ) বিনা অনুমতিতে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিতি;

(গ) কর্তব্য পালনে অবহেলা বা উদাসীনতা;

(ঘ) পূর্বে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে ছুটির মেয়াদ বর্ধিতকরণ;

(ঙ) অধ্যক্ষ এবং/অথবা গভর্ণিং বডির কোন বৈধ ও যক্তিসংগত নির্দেশ একাকী অথবা অন্যান্যদের সহযোগে অমান্য করা ;

(চ) কলেজের কোন সম্পদ অপচয় করা বা কোন প্রকার বৈধ ক্ষমতা ব্যতীত ব্যবহার করা;

(ছ) এমন কোন কার্য যাহা শিক্ষক এবং/অথবা ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা অথবা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করিতে পারে;

(জ)সমুদয় এইরূপ কার্য যাহা গভর্ণিং বডি অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজ স্বার্থ বিরোধী বলিয়া ঘাষণা করিবে।

১৭। **শাস্তির প্রকারভেদ ঃ**

অপরাধের মাত্রা অনুসারে নিম্নের যে কোন একটি বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা যাইবে ঃ-

(ক) তিরস্কার , (খ) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বাতিলকরণ, (গ) চাকুরী হইতে অপসারণ,
(ঘ) বরখাস্তকরণ।

১৮। **আপীল ঃ**

(১) একজন অধ্যক্ষ গভর্ণিং বডি কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের নিকট আপীল করিতে পারিবেন;

(২) অধ্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক গভর্ণিং বডি কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইলে তিনি ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট আপীল করিতে পারিবেন;

(৩) অধ্যক্ষ/ উপাধ্যক্ষসহ যে কোন শিক্ষককে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দান, অপসারণ অথবা বরখাস্ত করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হইবে;

(৪) সিন্ডিকেট এবং/ অথবা ভাইস-চ্যান্সেলর যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তাহাই সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। **ছুটি অধিকার নয় ঃ**

কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ছুটি অর্জিত হইবে তবে ইহা কখনও অধিকার হিসাবে দাবী করা যাইবে না। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ একজন শিক্ষকের ছুটির আবেদন মঞ্জুর, না মঞ্জুর অথবা মঞ্জুরকৃত ছুটির আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

২০। **দীর্ঘ অবকাশ ঃ**

দীর্ঘ অবকাশ কালে একজন শিক্ষক কর্তব্যরত হিসাবে গণ্য হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে, দীর্ঘ অবকাশের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে অর্ধগড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন অথবা তিনি বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে থাকেন তবে দীর্ঘ অবকাশের সময় তাঁহাকে কর্তব্যরত হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

২১। **ছুটি লাভের জন্য ন্যূনতম চাকুরী ঃ**

(১) ন্যূনপক্ষে দুই বৎসর শিক্ষক হিসাবে কাজ না করিয়া থাকিলে কোন শিক্ষক নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতিরেকে অন্য ছুটির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না;

(২) বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ১– উপধারায় বর্ণিত দুই বৎসরে স্বাস্থ্যগত কারণে অধ্যক্ষ একজন শিক্ষককে অনধিক পনের দিন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

২২। **নৈমিত্তিক ছুটি ঃ**

একজন সরকারী কলেজের শিক্ষক যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইতে পারেন একজন বেসরকারী কলেজের শিক্ষকও ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইতে পারিবেন।

২৩। **অর্জিত ছুটি ঃ**

একজন সরকারী কলেজের শিক্ষক যে শর্তে যতদিন অর্জিত ছুটি পাইতে পারেন একজন বেসরকারী কলেজের শিক্ষকও সে শর্তে ততদিন অর্জিত ছুটি পাইতে পারিবেন।

২৪। **চিকিৎসা ছুটি ঃ**

(১) একজন শিক্ষক পূর্ণ এক বৎসর চাকুরীর জন্য দশ দিন চিকিৎসা ছুটি পাইতে পারিবেন;

(২) একজন নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকের নিকট হইতে প্রত্যায়ন ও সুপারিশ পত্র দাখিল সাপেক্ষে একজন শিক্ষককে স্বাস্থ্যগত কারণে একসঙ্গে অনধিক ৭ দিনের ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে। বিশেষ প্রযোজন দেখা দিলে স্বাস্থ্যগত কারণে চিসিৎকের সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে গভর্ণিং বডি একজন শিক্ষককে পূর্ণগড় বেতনে অনধিক একমাস এবং অর্ধগড় বেতনে অনধিক তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন যদি এই প্রকারের ছুটি শিক্ষকের পাওনা থাকে। যদি এই প্রকার ছুটি পাওনা না থাকে তবে গভর্ণিং বডি যতদিন প্রয়োজন মনে করিবেন ততদিন বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

২৫। **ছুটির হিসাব ঃ**

কলেজের প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য আলাদা ছুটির হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২৬। **প্রসবকালীন ছুটি ঃ**

একটি কলেজে ন্যূনপক্ষে পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করিলে একজন শিক্ষিকাকে পূর্ণ গড়বেতনে একসঙ্গে দুই মাসের প্রসবকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বমোট অনধিক চার মাসের এইরূপ প্রসবকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে। তবে চাকুরী কাল পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হইলেও সমন্বয় করা সাপেক্ষে তাঁহাকে আগাম প্রসবকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

২৭। **শিক্ষা ছুটি ঃ**

একজন শিক্ষক একটি কলেজে ন্যূনপক্ষে বিরতিহীন তিন বৎসর শিক্ষকতা করিলে এবং তাঁহার পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে গভর্ণিং বডি একজন শিক্ষককে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে -

(ক) একজন শিক্ষকের সর্বমোট চাকুরী কালে এইরূপ ছুটি চার বৎসরের অধিক হইবে না।

(খ) এইরূপ শিক্ষা ছুটিতে থাকা কালে একজন শিক্ষক পূর্ণ গড় বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে এই মর্মে লিখিতভাবে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে যে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের পর সংশ্লিষ্ট কলেজে ন্যূনপক্ষে আট বৎসর চাকুরী করিবেন। অন্যথায় তিনি শিক্ষা ছুটিতে থাকা কালে বেতন হিসাবে গ্রহণ করা সমূদয় অর্থ ফেরৎ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৮। **অসাধারণ ছুটি ঃ**

একজন শিক্ষকের সর্বমোট চাকুরী কালে তাঁহাকে অনধিক এক বৎসরের আসাধারণ ছুটি গভর্নিং বডি মঞ্জুর করিতে পারিবেন। অসাধারণ ছুটির জন্য তিনি কোন প্রকার বেতন পাইবেন না এবং এইরূপ অসাধারণ ছুটি ভোগ করিলে ছুটি কাল তাঁহার চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে গণনা করা হইবেনা বা উহা চাকুরী হিসাবে গণ্য হইবে না।

২৯। **কর্তব্য ছুটি ঃ**

কলেজ একজন শিক্ষককে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্তব্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে ঃ

(ক) কোন শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা/গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার কর্তৃক গঠিত কোন সংস্থা, কমিটি অথবা একাডেমিক ইউনিটের সভায় যোগদান বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোন দায়িত্ব পালন ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার কর্তৃক কলেজ শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত কোন প্রশিক্ষণ কোর্স/প্রোগ্রামে যোগদান;

(গ) কোন আদালতে একজন জুরী হিসাবে অথবা সরকারী সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়া;

(ঘ) শিক্ষা বিভাগ অথবা কোন কলেজ অথবা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা বিষয়ক সমিতির আমন্ত্রণে বক্তৃতা প্রদান।

৩০। **ভবিষ্যৎ তহবিল ঃ**

(১) কলেজের প্রত্যেক স্থায়ী শিক্ষককে অংশীদারী(contributory)ভবিষ্যৎ তহবিলের সুবিধা দিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিমাসে তাঁহার বেতনের প্রতি টাকার জন্য ০.৯০ টাকা হারে অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রদত্ত অর্থের সমান অর্থ তাঁহার অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করিবেন।

৩১। **ভাতা ইত্যাদি ঃ**

(ক) কলেজ শিক্ষকগণকে বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য প্রাপ্তির সুবিধাদি কলেজের আর্থিক সঙ্গতি থাকা সাপেক্ষে প্রদান করিবে।

(খ) কলেজের অধ্যক্ষের জন্য বিনা ভাড়ায় আবাসনের ব্যবস্থা থাকিবে।

৩২। **আনুতোষিক ঃ**

(১) প্রত্যেক কলেজ শিক্ষকদের কল্যাণার্থে আনুতোষিকের ব্যবস্থা থাকিবে।

(২) একজন কলেজ শিক্ষক পদচ্যুত অথবা চাকুরী হইতে অপসারিত অথবা বরখাস্ত হইয়া না থাকিলে অসময়ে মৃত্যু দুর্ঘটনা জনিত অক্ষমতা অথবা দীর্ঘস্থায়ী পীড়া জনিত কারণে অক্ষমতা অথবা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে পদবিলুপ্তির জন্য চাকুরী হইতে অব্যাহতির কারণে নীচের ৩নং উপধারা মোতাবেক আনুতোষিক পাইবেন।

(৩) ন্যূনপক্ষে পাঁচ (৫) বৎসর একটি কলেজে সন্তোষজনকভাবে চাকুরী সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করিলে অথবা চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তাঁহার অথবা তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারকে ন্যূনপক্ষে তাঁহার শেষ গ্রহণ করা মূল বেতনের সমান এক মাসের বেতন স্বীকৃত (কোয়ালিফাইং) চাকুরী কালের প্রতি বৎসরের জন্য মঞ্জুর করা যাইবে।

৩৩। **গোষ্ঠী বীমা ঃ**

শিক্ষকবৃন্দের সুবিধার্থে কলেজ গোষ্ঠীবীমা প্রচলন করিতে সচেষ্ট হইবে।

৩৪। **রেগুলেশনে নাই এমন বিষয়সমূহ ঃ**

এই রেগুলেশনে কোন বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ না থাকিলে বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গোচরে আনয়ন করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

(ফিরোজ আহমদ আখতার)
রেজিস্ট্রার
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

(এই রেগুলেশন ২২-০৯-৯৪ তারিখে একাডেমিক কাউন্সিল সভায় সুপারিশকৃত
এবং ০৪-১০-৯৪ তারিখে সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত)